কটূক্তির জবাব দিলেন শাহরুখ কন্যা সুহানা

সুহানা খান, বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান এবং গৌরী খান দম্পতির মেয়ে। এবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জবাব দিলেন তার শরীরের রং নিয়ে কটূক্তিকারীদের।

২০ বছর বয়সী সুহানা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পোস্টে বর্ণবাদের প্রতিবাদ করে বলেন, সেই ১২ বছর বয়স থেকে তাকে কুৎসিত বলা শুরু হয়েছে। এসব এখনই থামানো উচিত।

‘চারদিকে অনেক কিছু চলছে। শরীরের রংয়ের এই প্রকারভেদ এমন একটা বিষয় যা আমাদের দূর করা উচিত। এটা শুধু আমার বিষয় নয়। অনেক ছেলে-মেয়ে এর ভুক্তভোগী।’
‘স্কিন টোনের কারণে সেই ১২ বছর বয়সে আমাকে কুৎসিত শুনতে হয়েছে।’

বলিউডে পা রাখার আগেই জনপ্রিয়তা পাওয়া এই তরুণী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভালাই সক্রিয়। প্রায়ই তাকে ছবি-ভিডিও পোস্ট করতে দেখা যায়।

বেশ কয়েক মাস হল সুহানা তার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট সবার জন্য উন্মুক্ত করেছেন। ইতিমধ্যে ৮ লাখের বেশি ফলোয়ারও জুটে গেছে তার।

সুহানা কবে সিনেমায় নাম লেখাবেন, সেটি জানার আগ্রহ অনেকেরই। তিনি নিজে দিনক্ষণ না বললেও আগে জানিয়েছেন, হয়তো কোনোদিন করবেন।

কিংবদন্তি বাবার মেয়ে সুহানা শুধু সিনেমা নিয়েই ভাবছেন না। নিজের সমাজটাও তিনি পরিবর্তন করতে চান। আর তাই নানা অসঙ্গতি নিয়ে প্রায়ই সরব হন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

অবশেষে জানা গেল কী রোগে ভুগছেন নায়ক ফারুক

সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন ঢাকা-১৭ আসনের সংসদ সদস্য ও নায়ক ফারুক। সেখানে তার সঙ্গে স্ত্রী ফারহানা ফারুকও আছেন। যাওয়ার পর দুজনে ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইন শেষ করেছেন।

ঢাকার ইউনাইটেড ও এভারকেয়ার (আগের অ্যাপেলো) হাসপাতালে পর্যায়ক্রমে চিকিৎসা নেন তিনি। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে গত ১৩ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুর নেওয়া হয়।

বেশ কয়েক মাস ধরে অসুস্থ থাকা এই নায়কের কী রোগ হয়েছে, তা কোনো টেস্টেই ধরা পড়ছিল না।

অবশেষে জানা গেল, তার কী রোগ হয়েছে। এ বিষয়ে মুঠোফোনে গণমাধ্যমকে নায়ক ফারুক বলেন, ‘অনেক টেস্ট করার পর আমার রোগ ধরা গেছে। রক্তে টিবি রোগ ধরা পড়েছে। এখানকার ডাক্তার লাই চুংসহ চারজন বিশেষজ্ঞের অধীনে চিকিৎসা চলছে।’

‘আমাকে চার সপ্তাহ তাদের অভজারভেশনে থাকতে হবে। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। সুস্থ হয়ে দ্রুত দেশে ফিরতে চাই,’- বলেন তিনি।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

করোনায় বিটিভির সাবেক মহাপরিচালক ওয়াজেদ আলীর মৃত্যু

করোনা সংক্রমণে মারা গেছেন বাংলাদেশ টেলিভিশনের (বিটিভি) সাবেক মহাপরিচালক এবং মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক মুক্তিযোদ্ধা মো. ওয়াজেদ আলী খান (৭২)।

গতকাল সোমবার দুপুরে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএমএসইউ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। করোনায় আক্রান্ত হয়ে ওয়াজেদ আলী খানের স্ত্রী রেহেনা বেগমও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাধীন।

ওয়াজেদ আলী খানের ছোট ভাই মো. লিয়াকত আলী খান ও ভাওড়া ইউপি চেয়ারম্যান মো. আমজাদ হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ওয়াজেদ আলী খান বিটিভির মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের চেয়ারম্যান, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উপ-পরিচালক, অতিরিক্ত সচিব ও বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসির সদস্য ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান)-সহ সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন ওয়াজেদ আলী খান।

গত মঙ্গলবার (২২ সেপ্টেম্বর) করোনার উপসর্গ দেখা দিলে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ওয়াজেদ আলী খানকে। হাসপাতালে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তার শরীরে করোনা পজিটিভ আসে। একপর্যায়ে গতকাল সোমবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। সোমবার বাদ এশা মির্জাপুর উপজেলার ভাওড়া স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে নামাজে জানাজা শেষে গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাকে দাফন করা হয়।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

সালমান শাহ’র পরিবারের বিরুদ্ধে ১০ কোটি টাকার মামলা সামিরার

দেশের চলচ্চিত্রে অন্যতম জনপ্রিয় নায়ক সালমান শাহ’র পরিবারের বিরুদ্ধে ১০ কোটি টাকার মামলা করেছেন সালমানের স্ত্রী সামিরা হক। মামলায় সালমানের মা নিলুফার জামান চৌধুরী নীলা, ছোট ভাই

চৌধুরী মোহাম্মদ শাহরান ইভান ও মামা আলমগীর কুমকুমকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে সামিরা গণমাধ্যমকে বলেন, ‘কয়েকমাস আগে চট্টগ্রামের কোর্টে মামলাটি করেছি। তাদের পরিবারের একজন সদস্য একবার হাজিরাও দিয়েছেন। তারপর থেকে তারা এখন কিছুটা চুপ। গত ২৪ বছর ধরে একটা বানানো গল্প বলে দেশের মানুষকে আমার বিপক্ষে রেখেছেন তারা।

‘আইনের প্রতি বরাবরই শ্রদ্ধা দেখিয়ে চুপ আছি। এখন সময় হয়েছে কথা বলার। সেই ১৯৯৬ সালেও বলেছি ইমন (সালমান শাহ) আত্মহত্যা করেছে, এখনো একই কথা বলছি। আগামী অক্টোবর মাসে পিবিআই চূড়ান্ত রায় দেবে। সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করছি। তারপর অনেক কিছুর হিসাব চাইব।’

উল্লেখ্য, সালমান শাহ ১৯৯৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর রহস্যজনকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। পরে মৃত্যুর এক বছর পর তার বাবা কমরউদ্দিন আহমদ চৌধুরী অপমৃত্যু থেকে হত্যা মামলা দায়ের করেন। পিবিআইয়ের প্রতিবেদন গ্রহণ নিয়ে শুনানির জন্য ১১ অক্টোবর দিন ধার্য করেছেন আদালত।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

নিজের ঘর থেকে ‌মিস শার্লক হোমসের মরদেহ উদ্ধার

পুরস্কারপ্রাপ্ত জাপানি অভিনেত্রী ইউকো তেকুউচি আর নেই। টোকিওতে নিজের ঘর থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। ৪০ বছর বয়সী এই অভিনেত্রী আত্মহত্যা করেছেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ। খবর বিবিসির।

আজ রবিবার ভোরে টোকিওর শিবুয়া ওয়ার্ডের বাসাতে তেকুউচিকে মৃতদেহ উদ্ধার করেন তার অভিনেতা স্বামী তাইকি নাকাবায়াশি। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তেকুউচিকে মৃত ঘোষণা করেন।

দুই সন্তানের মা তেকুউচি জাপানে প্রথম সারির তারকা ছিলেন।

জনপ্রিয় এ অভিনেত্রী অনেক সিনেমা ও টিভি সিরিজে কাজ করেছেন। নারী গোয়েন্দা নিয়ে এইচবিও’র আলোচিত সিরিজ ‘মিস শার্লক’-এর নাম ভূমিকায় ছিলেন তেকুউচি।

স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের বিখ্যাত গোয়েন্দা চরিত্র শার্লক হোমস অবলম্বনে ২০১৮ সালে এ সিরিজ বানানো হয়। যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেকগুলো দেশে এ টিভি সিরিজটি সম্প্রচারিত হয়। ২০০৪ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত ক্যারিয়ার তুঙ্গে ছিলো তার।

সেসময় টানা তিন বছর জাপানিজ অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড জিতে নেন তেকুউচি। এখন পর্যন্ত তেকুউচির মৃত্যুর ঘটনাটি আত্মহত্যা হিসেবে নিশ্চিত না হলেও গত কয়েক মাসে জাপানে কয়েকজন তারকা আত্মাহুতি দেন।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

ফের অভাবে দিন কাটছে রানু মন্ডলের

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিলেন রানাঘাটের রানু মন্ডল। একটি গান ভাইরাল হতেই বিখ্যাত হয়ে যান তিনি। এরপর বদলে গিয়েছিল তার জীবন। রানাঘাট স্টেশন থেকে বলিউডের খ্যাতির মুখ পর্যন্ত দেখে নিয়েছিলেন তিনি।

বলিউড সঙ্গীত পরিচালক হিমেশ রেশমিয়া তাকে দিয়ে নিজের ছবিতে গান গাইয়েছিলেন। সংবাদমাধ্যমের পাতায় উঠে আসছিল রানু মন্ডলের নাম। কিন্তু ভাগ্যের চাকা ঘুরে যেতে সময় লাগে না। রাতারাতি খ্যাতির মুখ দেখে নিলেও তা হারিয়ে ফেলতেও বেশি সময় লাগেনি রানু মন্ডলের।

২০১৯ সালে নভেম্বরে হিমেশ রেশমিয়ার সুরে গান গেয়েছিলেন রানু মন্ডল। সেই গানটিও ভাইরাল হয়েছিল মুহূর্তে। কিন্তু তারপর থেকে বলিউডে আর কোনও ছবিতে তাকে গান গাইতে শোনা যায়নি। বরং খ্যাতি পাওয়ার পর থেকে একের পর এক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি।

জানা যায়, একসময় নিজের পুরানো বাড়ি ছেড়ে নতুন বাড়িতে গিয়েছিলেন রানু। কিন্তু করোনা প্যানডেমিকের মধ্যে সেই নতুন বাড়ি ছেড়ে দিয়ে ফের আগের জায়গায় ফিরতে হয় রানুকে। ফের অভাবের দিন শুরু হয় রানাঘাটের রানু মন্ডলের। একদিকে বলিউডে আর কোনও কাজ পাননি তিনি। আবার মহামারীর কারণে হাতে অন্য কোনও কাজও নেই তার। আর তাই আর্থিক অভাব আবার ঘিরে ধরেছে রানু মন্ডলকে।

তবে শুধু মহামারীর জন্য নয়। খ্যাতির চূড়ায় থেকে ফের পড়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে তার তারকা সুলভ আচরণকে দায়ী করেন অনেকে। হিমেশ রেশামিয়ার সুরে গান রিলিজ হওয়ার পরে একটি ইভেন্টে রানু মন্ডলের সঙ্গে তার এক ভক্ত সেলফি তুলতে চান। সেই ভক্ত রানু মণ্ডলকে স্পর্শ করে ডেকেছিলেন। আর তাতেই বেজায় চটে যান রানাঘাটের তিনি। এই ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। রানু মন্ডলের এমন উদ্ধত আচরণ মেনে নিতে পারেননি তার ভক্তরা।

এরকমই বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটার পর থেকে তার ভাবমূর্তি বদলে যেতে শুরু করে। খ্যাতির চূড়ায় থেকে নামিয়ে আনতে শুরু করেন তার ভক্তরাই। আর তাই এখন বেশ অভাবে দিন কাটছে রানু মন্ডলের। কিন্তু এই লকডাউনের মধ্যে নিজের প্রতিবেশীদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন রানু। নিজের এলাকায় যে সকল অভাবী মানুষ রয়েছেন তাদেরকে মহামারীর সময় বিভিন্ন জিনিস দিয়ে সাহায্য করেছিলেন তিনি।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

কোনো দিন মাদক সেবন করেননি, দাবি করণ জোহরের

সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর পর থেকে অভিযোগের একাধিক আঙুল বলিউডের প্রভাবশালী নির্মাতা করণ জোহরের দিকে। বলিউডে তিনি নেপোটিজম-এর প্রচারক বলে অভিযোগ। এমনকি অনেকেই তাকে মুভি মাফিয়া বলেছেন। বলিউডে স্বজনপোষণের অভিযোগ নতুন নয়।

করণ জোহরের বাড়ির পার্টিতে মাদকের আসর বসেছিলো। রণবীর সিং,

দীপিকা পাড়ুকোন, শাহিদ কাপুর, ভিকি কৌশল, বরুণ ধাওয়ান সহ বলিউডের প্রথম সারির অজস্র অভিনেতা-অভিনেত্রী সেই পার্টিতে নেশায় চুর হয়ে ছিলেন। এমন ভিডিও ফুটেজ ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়। তারকাদের সন্তান হলেই বলিউডে সুযোগ পাইয়ে দিচ্ছেন করণ জোহর।

এমন অভিযোগ উঠেছে একাধিকবার। এবার এসব অভিযোগের বিপরীতে মুখ খুললেন করণ। তিনি কোনদিন মাদক সেবন করেননি এবং কখনই কাউকে মাদক সেবন করার ব্যাপারে প্ররোচনা দেননি বলে টুইট বার্তায় জানিয়েছেন করণ জোহর।

করণ জোহর দাবি করেন, তার বাড়িতে কখনও কোনও পার্টিতে মাদকের ছড়াছড়ি হয়নি। যেসব ফুটেজ মিডিয়া দেখাচ্ছে সেগুলি সব ভুয়া। তার সঙ্গে মাদকযোগের যে তথ্য তুলে ধরা হচ্ছে সেগুলি সব মিথ্যে। ২০১৯ সালেও তিনি এমন অভিযোগ মিথ্যে বলে দাবি করেছিলেন। এদিন তারও উল্লেখ করলেন করণ। করণ বলেছেন, ”একের পর এক মিথ্যে অভিযোগ ও ভুল খবরে আমার, ধর্ম প্রোডাকশন ও আমার পরিবারের উপর প্রভাব পড়ছে। আমাদের ঘৃণা ও উপহাসের পাত্র হিসাবে দেখা হচ্ছে।”

অনেকেই অভিযোগ করেছেন, তারকাদের সন্তান হলেই করণ জোহর সুযোগ পাইয়ে দিয়েছেন। আর সুশান্তের মতো প্রতিভাদের বারবার পিষে দিয়েছেন। তবে করণকে নিয়ে এর আগেও তৈরি হয়েছে বিতর্ক। এদিকে, মাদক কেলেঙ্কারিতে ফেঁসে যাচ্ছেন করণ জোহরের সহযোগী ক্ষিতিজ রবি প্রসাদ। তবে সেটা ক্ষিতিজ নিজে গ্রহণ করতেন, নাকি করণ জোহরের জন্য তিনি সংগ্রহ করতেন, নাকি অন্য কিছু তা জানার জন্য সমন জারি করা হয় তাকে। ক্ষিতিজের বাড়ি থেকে গাঁজা ও মারিজুয়ানা উদ্ধারও করেছে এনসিবি।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

মাদককাণ্ডে শুধু অভিনেত্রীদের

নাম, শাহরুখ কন্যার পোস্ট ঘিরে জল্পনা

মাদক যোগে নাম জড়িয়েছে অভিনেত্রী দীপিকা পাডুকোন, সারা আলি খান, রাকুল প্রীত সিং ও শ্রদ্ধা কাপুরের। কিন্তু শুধু কেন নারী অভিনেতাদেরই এই তদন্তে নাম জড়াচ্ছে। কেন শুধু তাদেরই সমন করা হচ্ছে? বিভিন্ন মহলে এই প্রশ্ন উঠছে। ঠিক এই সময়েই শাহরুখ খানের কন্যা সুহানা খানের একটি পোস্ট ঘিরে জল্পনা শুরু হয়েছে।

নিজের ইনস্টাগ্রামে নারীবিদ্বেষ নিয়ে একটি পোস্ট করেছেন সুহানা। তিনি লিখছেন, নারীদের জন্য সচেতন ভাবে ঘৃণাকেই শুধু নারীবিদ্বেষ বলা যায় না। অবচেতন মনেও নারীদের উদ্দেশ্যে শর্তপূর্ণ ঘৃণ্য আচরণ থাকে। হয়তো সচেতন ভাবে আপনি জানেন যে, আপনি নারীদের ঘৃণা করেন না। কিন্তু নিজেকে প্রশ্ন করুন। কোনও পুরুষের বদলে কোনও নারী কিছু করেছে শুনলে আপনি আরও বেশি উত্তেজিত হন।”

এই পোস্ট শেয়ার করার সঙ্গে সুহানা আরও লিখেছেন, এই দ্বিচারিতা খুব ভয়ঙ্কর। এনসিবি এই মুহূর্তে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে মাদক কাণ্ডে জড়িয়ে পড়া চার অভিনেত্রীকে। সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুতে মাদক যোগ বড় ভূমিকা নিয়েছে। মাদক যোগের জন্য গ্রেফতার হয়েছেন অভিনেত্রী তথা সুশান্তের বান্ধবী রিয়া চক্রবর্তী। তিনি এই মুহূর্তে জেল হেফাজতে রয়েছেন।

এরপরে জানা যায় বলিউডের আরও বহু তারকা এই মাদক যোগের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু তার মধ্যে প্রকাশ্যে এসেছে শুধুমাত্র কয়েকজন অভিনেত্রীদেরই নাম। এর থেকেই নারীবিদ্বেষ ও পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের ইঙ্গিতের কথা উল্লেখ করছেন অনেকে। তাই এই সময়ে সুহানার এই পোস্ট যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

তৌসিফ-সাফাকে নিয়ে আরিয়ানের ‘চিরকাল’

তৌসিফ মাহবুব ও সাফা কবির। এই প্রজন্মের জনপ্রিয় দুই টিভি তারকা। একই প্রজন্মের নির্মাতা মিজানুর রহমান আরিয়ান। ক্যামেরার পেছনে থেকেও যিনি পেয়েছেন তারকা খ্যাতি!

এবারই প্রথম তারা তিনজন এক হলেন। তৌসিফ-সাফাকে নিয়ে আরিয়ান বাঁধলেন টেলিছবি ‘চিরকাল’। সিএমভি প্রযোজিত ৬০ মিনিটের এই বিশেষ ছবির শুটিং গেল সপ্তাহে ঢাকার বিভিন্ন লোকেশনে শেষ হয়েছে।

আরিয়ান জানান, তৌসিফ-সাফা কবির ছাড়াও এতে অভিনয় করেছেন শিল্পী সরকার অপু, শহীদুল আলম সাচ্চু, স্বর্ণলতা প্রমুখ।
কাজটি প্রসঙ্গে এর নির্মাতা ও নাট্যকার মিজানুর রহমান আরিয়ান বলেন, ‘এটা একটা ভালোবাসার গল্প। মানে ভালোবাসা এক একটা স্তরে কেমন রূপ নেয়, সেটা তুলে ধরার চেষ্টা। সম্প্রচারের আগে আমরা গল্প নিয়ে গল্প না করাই ভালো।’

সাফা-তৌসিফকে নিয়ে প্রথম শুটিং অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে এই নির্মাতা বলেন, ‘দু’জনের ভেতর অভিনয় করার চেষ্টা ছিল। তবে সেটা কতটুকু কাজে লাগবে, নির্ভর করছে অডিয়েন্সের ওপর। এমনিতে তারা দু’জনই শিল্পী হিসেবে আমার বেশ পছন্দের।’

‘চিরকাল’ প্রযোজক এসকে সাহেদ আলী পাপ্পু জানান, শিগগিরই টেলিছবিটি উন্মুক্ত হবে সিএমভি’র ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজে।

আমাকে জানোয়ারের মতো মেরেছে, ২৩ দিন না যেতেই বিচ্ছেদ

পুনমের

দশ দিন আগে ঘটা করে সোশ্যাল মিডিয়ায় বলিউডের বিতর্কিত পুনম পাণ্ডে বিয়ের খবর জানিয়ে স্বামী স্যাম বম্বের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন- আগামী সাতটা জন্ম তোমার সঙ্গে কাটাতে চাই। ১লা সেপ্টেম্বর বিয়ের পর্ব সেরেছিলেন তারা। যদিও সেই খবর প্রকাশ্যে আনেন ১০ সেপ্টেম্বর। কিন্তু বিয়ের তিন সপ্তাহের মধ্যেই স্বামীর বিরুদ্ধেই যৌন নিগ্রহের অভিযোগ আনলেন বলিউডের বিতর্কিত এই নায়িকা। গোয়ায় হানিমুনে গিয়ে স্বামীর হাতে নির্যাতনের শিকার হন পুনম, অভিযোগ তার। যার ভিত্তিতে মঙ্গলবার গ্রেফতার হয়েছিল তার স্বামী স্যাম বম্বকে।

হানিমুনে ঠিক কী ঘটেছিল পুনমের সঙ্গে? গোটা ঘটনা নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন ‘নশা’ খ্যাত এই নায়িকা। পুনম জানিয়েছেন স্যামের সঙ্গে তার সম্পর্কটা বরবারই হিংসায় ভরপুর থেকেছে। এবং বিয়ের পর সব ঠিক হয়ে যাবে এটা ভেবেই নাকি তিনি দ্রুত বিয়ের পর্ব সেরে নেন। পুনমের ব্যাপারে নাকি মারাত্মক পজেসিভ স্যাম, এবং দ্রুতই নিজের মেজোজ হারায় সে। সেই কারণেই বিয়ে ভাঙার সিদ্ধান্ত পাকা করে ফেলেছেন পুনম।

টাইমস অফ ইন্ডিয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পুনম জানিয়েছেন- ‘স্যামের সঙ্গে আমার একটা কথা কাটাকাটি হয়, যা দ্রুতই মারাত্মক আকার নেয় এরপরই ও আমাকে মারতে শুরু করে। আমার গলা টিপে ধরে এবং আমার মনে হচ্ছিল আমার দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়ে যাবে। আমার মুখে ঘুসি মারে, চুল ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায়, এরপর আমার খাটের কোণায় আমার মাথা ঠুকে দেয়। এতেও থামেনি! আমার শরীরের উপর হাঁটু গেড়ে বসে আমার উপর নির্যাতন চালায়’। পুনম যোগ করেন কোনও রকম ঘর থেকে বেরিয়ে প্রাণে বাঁচে তিনি। এরপর হোটেলকর্মীরা পুলিশকে ফোন করে, এবং পুলিশ এসে স্যামকে মাঝরাতে আটক করে। এই ঘটনা সোমবার মাঝরাতের।

পুনম বলেন, স্যাম আমাকে একপ্রকার জানোয়ারের মারধর করেছে, সেই কারণে ২৩ দিন না যেতেই বিয়ে ভাঙার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন তিনি। ‘আমি তার কাছে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনাও করছি না। আমি মনে করি না এমন এক ব্যক্তির কাছে ফিরে আসা একটি স্মার্ট ধারণা, যে আপনাকে পশুর মতো মারধর করেছেন, পরিণতির কথা চিন্তা না করেই। আমাদের সম্পর্ক বাঁচানোর জন্য, আমি নিজের অনেক ক্ষতি করেছি। আমি

আপত্তিজনক সম্পর্কে জড়িয়ে থাকার চেয়ে একা থাকাটাই শ্রেয় বলে মনে করি’, এক নাগাড়ে বললেন পুনম পাণ্ডে।

বুধবার গোয়ার এক আদালত জামিনে মুক্তি দেয় স্যাম বম্বেকে। ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ২০ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন পেয়েছেন স্যাম। দু-বছর ধরে স্যাম বম্বের সঙ্গে লিভ ইন রিলেশনশিপে ছিলেন পুনম পাণ্ডে। সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে বিয়ের এবং বাগদানের সব ছবি মুছে দিয়েছেন স্যাম বম্বে। যদিও বরের সঙ্গে বিয়ের ছবি এখনও জ্বলজ্বল করছে পুনমের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন